21-8-35

মন্ত্র শক্তি

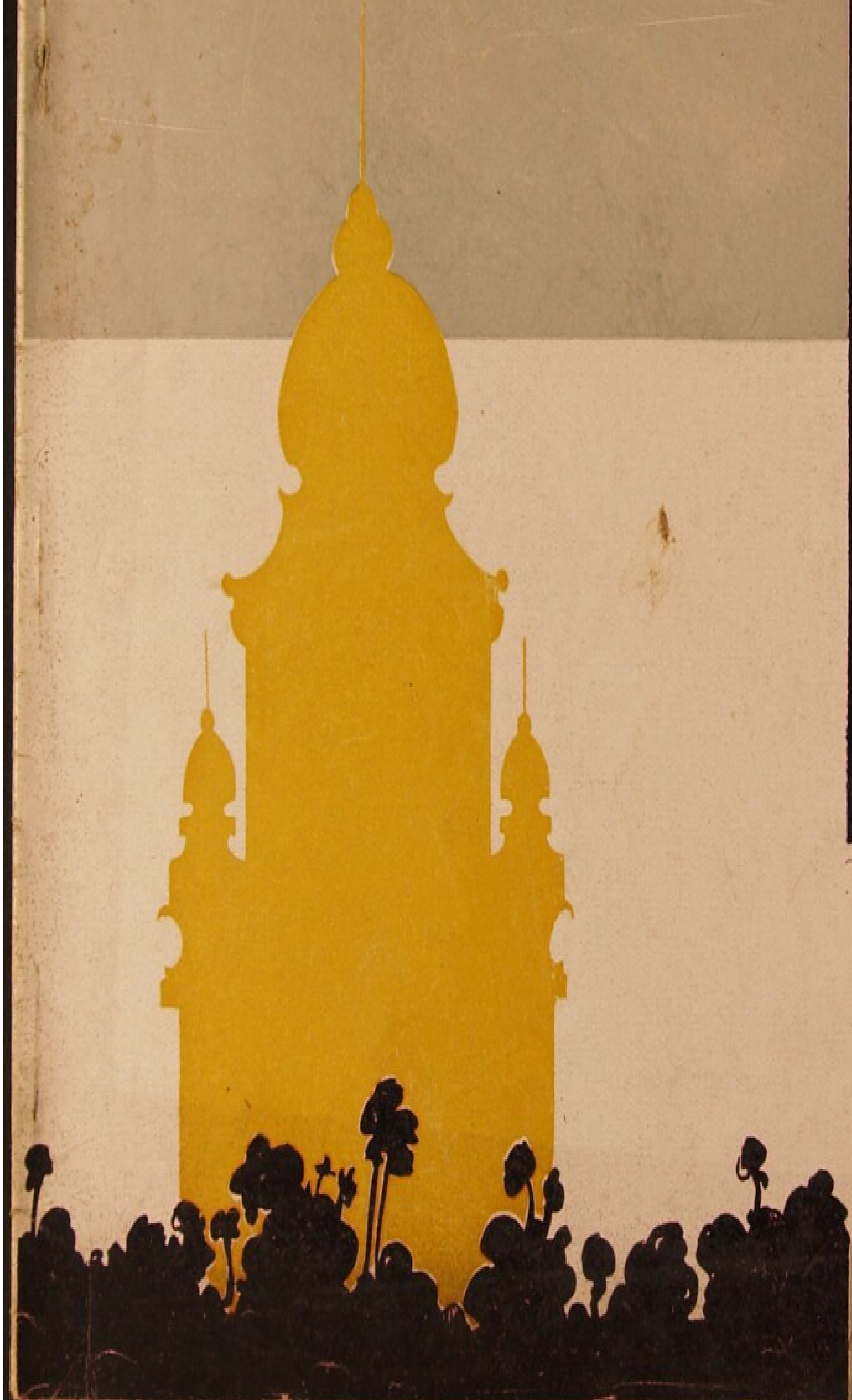

পরিচালক :—একজিবিটরস্ সিণ্ডিকেট লিমিটেড।

গ্রন্থকর্ত্রী

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

মন্ত্রশক্তি

মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ণসংশয়ঃ॥

পপুলার পিকচার্স-এর প্রথম অবদান

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে—

বাণী-চিত্রাকারে

মন্ত্রশক্তি

উত্তরা

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ

নবতম চিত্র-গৃহে

— শুভ-উদ্বোধন —

বুধবার, ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৫

শিল্পী সঙ্ঘ

কথা ও কাহিনী—
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সংগঠনকারী—
পপুলার পিকচারস্।

গীতিকার—
শৈলেন রায়।

ডাইরেক্‌সন—
সতু সেন।

সুরশিল্পী—
কৃষ্ণ চন্দ্র দে।

আলোক শিল্পী—
সুরেশ দাস।

সহকারী—
বিভূতি লাহা।

প্রধান শব্দশিল্পী—
মধু শীল।

সহকারী—
জগদীশ বসু, সমর বসু, যতীন দত্ত।

মঞ্চ শিল্পী—
পরেশ বসু।

সম্পাদক—
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী—
বিনয়, সন্তোষ।

রসায়নাগার—
কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি।

সহকারী—
ননী, শৈলেন, গোপাল ও সুশীল।

পরিবেশক—
প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী—সত্বাধিকারী, কালী ফিল্মস্।

নিবেদন

মানুষ যেমন তা'র গাছের প্রথম ফলটি দেবতাকে ভয়ে নিবেদন করে, কি জানি, কোথায় ভুল-ত্রুটী রহিয়া যায়—তেমনি, ভয় ও সঙ্কোচের সহিত, আমরা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা—চিত্রাকারে এই "মন্ত্রশক্তি", বাঙলার সহৃদয় চিত্ররসিকদের প্রতি নিবেদন করিলাম।

আমাদের সামর্থ্য ক্ষুদ্র এবং চিত্র-শিল্পে ইহাই প্রথম হাতে খড়ি। তথাপি কালী ফিল্মস-এর স্বত্বাধিকারী, বাংলার চিত্র-শিল্পের অন্যতম কর্ণধার, স্বনামধন্য প্রযোজক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগীতায় ও সৌজন্যে—তাঁহারই সুবিখ্যাত ষ্টুডিওতে এবং বিভিন্ন বিভাগের অভিজ্ঞ কর্ম্মীদের যোগাযোগে, এই ছবিখানি আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে ভরসা পাইলাম।

আশা করি, বাঙলার সহৃদয় দর্শকমণ্ডলী আমাদের প্রথম প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া, ছবিখানিকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন। আমরা জানি আপনাদের উৎসাহ ও সহানুভূতির উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যেন তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত না হই।

মন্ত্রশক্তির প্রযোজনা ব্যাপারে. আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু, সুর-শিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিপিন দাস ও শ্রীযুক্ত নৃপেন রায় আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তা না পাইলে ছবিখানি কখনও দিবালোকের মুখ দেখিত না। আমরা এই সুযোগে এই সকল হিতৈষী বন্ধুদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরমেশ্বরের চরণে আজ আমাদের এই প্রার্থনা—যেন এই সকল বন্ধু ও কর্ম্মীদের সমবেত চেষ্টার এই প্রথম ফল সকল দিক দিয়াই সাফল্যমণ্ডিত হয়। নিবেদন ইতি—

প্রীতি-প্রার্থী—
পপুলার পিকচার্স

ভূমিকা-লিপি

রমাবল্লভ ··· নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

ডাক্তার ··· মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

অম্বর ··· রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃগাঙ্ক ··· জহর গঙ্গোপাধ্যায়

আস্তনাথ ··· কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

বৈরাগী ··· বলাই ভট্টাচার্য্য

অন্যান্য ভূমিকায়—প্রমোদ চৌধুরী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজয় মজুমদার

বাণী ··· শান্তিগুপ্তা

অঞ্জা ··· চারুবালা

তুলসী মঞ্জরী ··· তারকবালা (লাইট)

কৃষ্ণপ্রিয়া ··· রাজলক্ষ্মী

কীর্ত্তনওয়ালী ··· হরিমতি

বাইজী ··· কমলা (ঝরিয়া) ও রাণী

অন্যান্য ভূমিকায়—গিরিবালা, রেণুকা ঘোষ, উমাতারা, বেলা, ফিরোজাবালা, মহামায়া ও বীণা

কালী ফিল্মসের ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দ-গ্রহণ যন্ত্রে গৃহীত।

গল্পাংশ

রাজনগরের জমিদার রমাবল্লভ বাবু বিশেষ বিত্তশালী ছিলেন এবং সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট।

রমাবল্লভের একমাত্র আদরিণী কন্যা বাণী—যেমন সুন্দরী তেমনই তেজস্বিনী। বাণী ছিল তাহার পিতামহের বিশেষ রকম স্নেহের পাত্রী। বাণীকে সুপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলেই বৃদ্ধ হরিবল্লভের যেন জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হইত। তাই শেষ জীবনে, বাণীর পিতামহ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব মৃগাঙ্কমোহনের সহিত বাণীর বিবাহ দিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। মৃগাঙ্কমোহন নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী এবং অপরিণামদর্শী। এই সব কারণে, হরিবল্লভ পিতার এই প্রকার প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর, নানা চেষ্টাতেও আর ভাল সম্বন্ধ আসিল না। নয় বৎসরের বালিকা ক্রমশঃ ত্রয়োদশ বৎসরে পড়িল কিন্তু বিবাহ আর ঘটিয়া উঠিল না।

ইতিমধ্যে পিতামহ হরিবল্লভ, স্বল্পদিনের রোগ শয্যা ছাড়িয়া একদিন অতর্কিতে সহসা কোন এক সম্পূর্ণ অজানা দেশের উদ্দেশে মহাপ্রস্থান করিলেন। মৃত্যু-শয্যায় যে উইল প্রস্তুত হইল তাহাতে বাণী সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ ছিল যে—দেবোত্তর সম্পত্তি বাদ যাহা নিজ নামে আছে যদি অষ্টাদশ

বৎসর বয়সের মধ্যে, তাহার পৌত্রী বাণী, কোন সমশ্রেণীর সমান ঘরে কুলীন সন্তানের সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সে, বা তাহার সন্তান-সন্ততিগণ আয়ের সমুদয় উপস্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পাইবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ অসমান ঘরে বিবাহ হয় অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে বিবাহ না হয় তাহা হইলে, বাণী অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর দিবস প্রাতঃকালেই, তাঁহার কুটুম্ব-পুত্র মৃগাঙ্কমোহন সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে, বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানে, সে চরম-পরীক্ষার দিবস নিকটবর্ত্তী হইল, বাণী ততদিনে তাহার সমস্ত মনপ্রাণ, কুলদেবতা গোপীকিশোরের চরণ-পদ্মে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে।

একদিন অকস্মাৎ বাণী শুনিল, আর এক মাসের মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। ইহার আর কিছুতেই অন্যথা হইবে না। শুনিয়া প্রথমে সে বজ্রাহত হইয়া রহিল। তাহার পর মার কাছে গিয়া কাঁদিতে বসিল। বলিল—"আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জীবনে বিয়ে করবো না।" মাতা অনেক বুঝাইলেন, কাকুতি মিনতি করিলেন। সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায় রমাবল্লভের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই, তিনিও মিনতি করিয়া কহিলেন,—

"তুমি ত বড় হয়েচ মা, আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, তুমিই বল, এখন কি করি ? এই পৈতৃক ঘর বাড়ী, ধন মান সমুদায় ত্যাগ করবো, না, তোমার প্রতিজ্ঞা রাখবো!

মহা সমস্যা! এ সমস্যা পূরণ করিবে কে?

একদিকে, এই বিপুল ঐশ্বর্য্য আর একদিকে হৃদয়-শোণিততুল্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ওই দেব-মূর্ত্তি! শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত এ জীবন-যৌবন—নরভোগ্য করিয়া তবেই এ আশৈশবের আশ্রয় ক্রয় করা! ভাবিতে ভাবিতে বাণীর মানসিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে মৃগাঙ্কমোহন আসিল এবং আসিয়া সমস্ত অবস্থাই শুনিল। সে আপনভোলা, প্রাণখোলা লোক। পরের বিষয়ের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। সে নির্ব্বিকার চিত্তে উইলের কথা বেমালুম গাপ্ করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিল। কিন্তু সে ঘৃণিত, অধর্ম্ম-জনক প্রস্তাবে বাণীর পিতা, মাতা সায় দিলেন না।

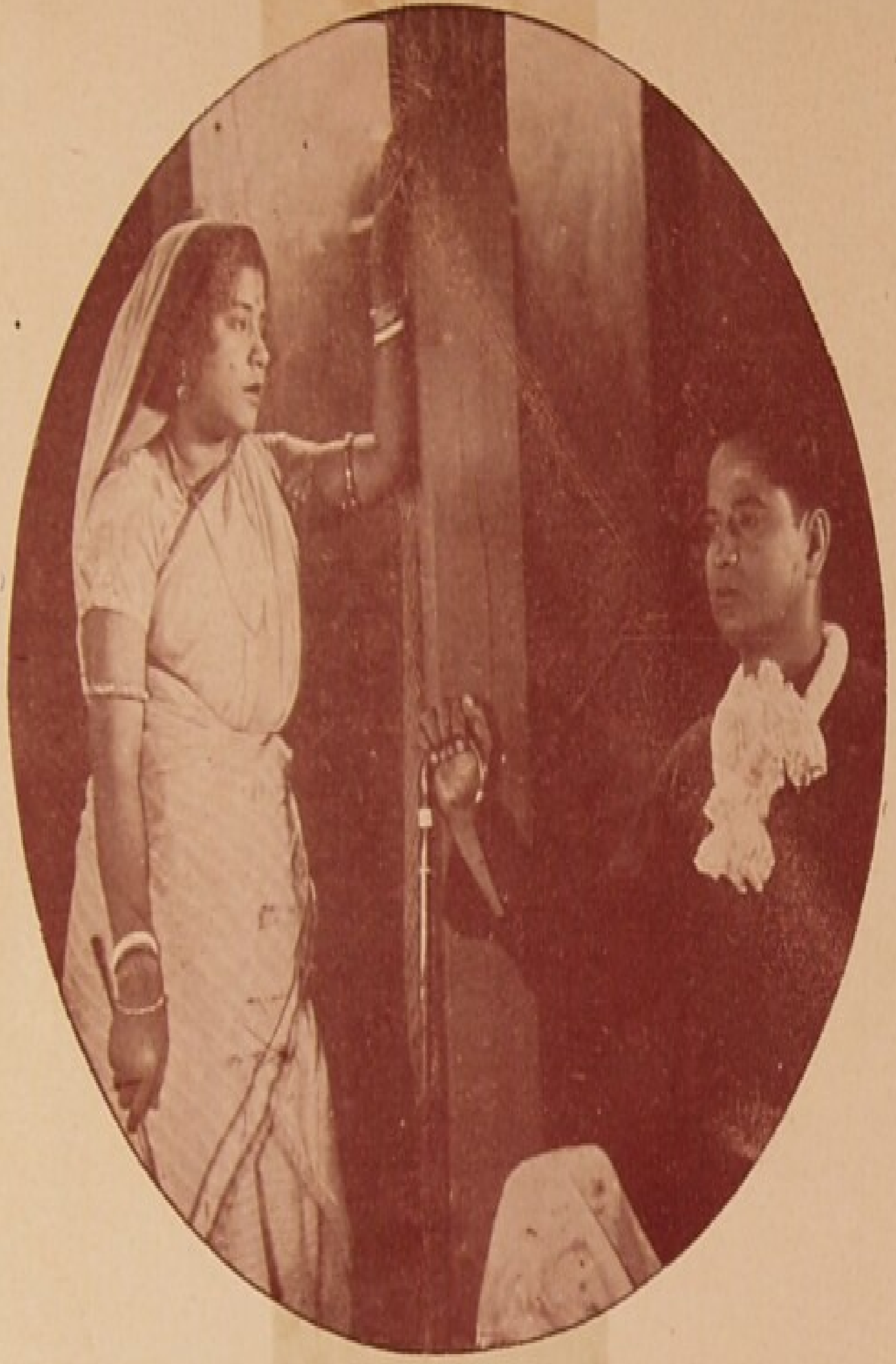

অবশেষে বাণীর জননী কৃষ্ণপ্রিয়া মৃগাঙ্ককেই ধরিয়া বসিলেন, বাণীকে বিবাহ করিবার জন্য! কিন্তু কুটুম্ব সূত্রে দূর সম্পর্কীয় হইলেও, মৃগাঙ্ক তাহারই উল্লেখ করিয়া কহিল :—

"বল কি মামি, একি সাহেব বাড়ী? ভাই বোনে বিয়ে?........ আরে রামোঃ—"

মৃগাঙ্ক প্রবল প্রতিবাদের সহিত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু পরিণাম চিন্তা করিয়া সে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সেই এ আশু বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের আর একটি সন্ধান বাৎলাইয়া দিল।

উইলে বর্ণিত বিবাহের দিবস তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। পাত্র অন্বেষণের আর সময় বা সুযোগ নাই। মৃগাঙ্কের নির্দ্দেশে, বাণীর পিতামাতা যাহাকে হাত বাড়াইয়া নিকটে পাইল,—সে অম্বর নাথ। একদিন সেই ছিল রমাবল্লভের বেতনভোগী সামান্য ভৃত্য মাত্র। তাহাদেরই মন্দিরের অযোগ্য পুরোহিত বলিয়া, এই সে দিন মাত্র, যাহাকে বাণী স্বয়ং তাহার অক্ষমতার জন্য তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছিল।

বাণীর অন্তরে আজ আবার নূতন সংশয়!

এই দেব-চরণে উৎসর্গিত শরীর,—তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত সেই ভিখারীকেই দান করিতে হইবে?

কিন্তু পরমেশ্বরের চরম বিধান কে রোধ করিতে পারে?

সেই সহায় সম্পত্তি শূন্য, আভিজাত্য ও পরিচয়হীন নগণ্য ভিক্ষুকের চরণপদ্মেই বাণীকে এক শুভ-মুহূর্ত্তে তাহার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ নিবেদন করিতে হইল।

একদিকে তাহার চির উপাস্য, চিরপ্রিয় গোপীকিশোর—অপর দিকে আর এক রক্তমাংসের দেবতা, হিন্দুনারীর ইহকাল ও পরকালের সম্বল—স্বামী!

সেই উদ্ধত নারী, আজ প্রথম যেন উপলব্ধি করিল, তাহার নিজের যেন আর কোন নিজস্ব স্বত্ত্বা নাই! আজ তাহার মনে হইল, অম্বর যেন তাহাকে পরিচালিত করিতেছে এবং সে যন্ত্র-চালিতের মত চলিতেছে। বাণী রাগ করিয়া, অবমাননা বোধ করিয়া থামিয়া যাইবে মনে করিল, কিন্তু সে পারিল না। অস্পষ্ট অথচ প্রবল একটা অনুভূতি যেন তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছিল, অম্বরের আজ তাহাকে পরিচালিত করিবার অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। সে তাহাকে ইচ্ছা করিলে হয় ত দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে;

কিন্তু যতক্ষণ নিকটে আছে—তাহার ইঙ্গিতটুকু অবহেলা করিবার সামর্থ্যও আজ বাণীর নাই।

যেখানে, যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডে প্রত্যক্ষ অগ্নিদেবতা হবির্গন্ধে উর্দ্ধশিখ হইয়া প্রসন্ন মুখে হাস্য করিতেছিলেন, সেই আসরে, সুগম্ভীর বেদমন্ত্র, দেবতার বাণীরূপে, বাণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর যেন অস্পন্দ নিশ্চল করিয়া দিতে লাগিল। সে সেই মন্ত্রের মহাশক্তিতে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া শুনিতেছিল, তাহার স্বামী বলিতেছেন,—

"ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু।
মমবাচামেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিয়নক্তু মহ্যম্॥"

কিন্তু তাহার সত্যকারের দেবতাকে বাণী ধরিয়া রাখিতে পারিল কই? বিবাহ অন্তে, বাসর ঘরে স্বামীকে একান্তে পাইয়াও মূর্খ নারী তাহাকে চিনিল না। নিকটে পাইয়াও সমাদর করিতে জানিল না। কুণ্ঠা ছাড়িয়া সেই তাহার প্রথম স্বামী সম্ভাষণ,—

"তুমি কবে আসামে যাবে?"

ইহারই পর, নিশা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অম্বর বিদায় লইল।

পরম দাম্ভিকা, আভিজাত্য-গর্ব্বিতা ধনী-কন্যা, সেই প্রথম দেখিল—তাহারই চোখের সম্মুখ দিয়া, তাহারই রক্ত-মাংসের দেবতা উন্নত মস্তকে বিদায় গ্রহণ করিল।

অগ্নি ও নারায়ণ সাক্ষী করিয়া যাহার আরম্ভ ও পরিণতি, সেই মন্ত্রের অমোঘ শক্তি, কেমন করিয়া আবার অসাধ্য সাধন করিল, মূর্খ নারীকে তাহার ইহজীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতাকে চিনাইয়া দিল এবং কেমন করিয়া সেই নারী আবার তাহারই চরণ-পদ্মে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া সকল ভুলের প্রায়শ্চিত্য করিল—তাহারই মর্ম্মন্তুদ আলেখ্য আপনারা ছয়া-ছবির পর্দ্দায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

বাণী ও অম্বর ছাড়াও, আর এক জোড়া ভিন্ন পথগামী নর-নারী, মন্ত্র-শক্তির নিকট পরাজয় মানিয়াছিল। সে মৃগাঙ্ক ও অজা। ছায়া-পটে তাহাদেরও বেদনা-মধুর কাহিনী প্রতিফলিত হইয়াছে।

সঙ্গীতাংশ

(এক)

—বাইজী

ভুলোনা আমারে
(ওগো) ভুলোনা আমারে।
ভ্রমর ভোলেনা ফুলে,
আসে বারে বারে!
যদি হাসে ফুলদল
মেঘে মেঘে কত জল ;
ঝরে আঁখি ধারে!
যদি এস, কাছে বসো
মালা ক'রে পরো গলে,
কালো এ কেশেরই জালে
বিপাশ করারি ছলে।
চোখে যদি চোখ রাখো
কেন জল বলো নাকো
(তুমি) বোঝ নাকি তারে!

চারুবালা

জহর গাঙ্গুলী

(দুই)

—তুলসী

সখীগো,
বৃন্দাবনেরই শোভনচন্দ্র রহিল মথুরাপুরে
(ওগো) পথ চেয়ে আর দিন গুনে হায়
রাধার নয়ন ঝুরে!
ফুলমালা যত মিছে হ'ল গাঁথা
যত কথা আজ হ'ল শুধু ব্যথা
(সখীরে) নব যৌবন বয়ে যায়—
তবু বঁধুয়া রহিল দূরে!

(তিন)

—তুলসী

রাধার না জানি সে কোন ব্যথা,
সে যে নিজের আগুনে নিজে হলো ছাই
(তবু) কহিল না কোন কথা!
সে যে হাঁসিয়া চাহিতে কাঁদিল সজনী
সে বিনা কাটে না দিবস রজনী,
সহজ সুরেতে কথাটি কহিতে
জানালো কি ব্যাকুলতা!

(চার)

—কীর্ত্তনওয়ালী

আজি জীবন দোলায় দুলিবে সখিরে
আমার মদনমোহন শ্যাম।
আমি প্রেমের ঝুলনে পেয়েছি বঁধুরে
পূরিল মনস্কাম॥
হের, কেলি কদম্বে পুলক লেগেছে
ভাবের কদম্ব ঝুরে।
সখি, দেহ-লীলা আর মনেরই লীলায়
পরাণ উঠেছে পুরে॥
হের, মেঘের দোলায় দুলিয়া দুলিয়া
পূর্ণিমা চাঁদ হাসে,
আমার পুলক-পরশে অবশ এ তনু,
বন্ধু দুলিছে পাশে॥
সখি, কি আর কহিব তোরে—
আমি না জানি কখন জড়ায়ে আমারে
বন্ধু লইল কোড়ে!
অলকে অলকে মিলিল সখিরে,
অধর, অধর সনে।
সখি, প্রতি অঙ্গ মোর শ্যামেরি অঙ্গে
মিলিল পরম ক্ষণে!

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

(পাঁচ)

—তুলসী

(ক) ওগো রাধারাণী আজ একি শুনি
এত কাল পরে বহিল কি প্রাণে
প্রেমের সে সুরধনী !

(খ) কেন গো ফিরালে আঁখি
কেন এত অভিমান
সে যে রাধা, রাধা, রাধা ব'লে—
দেবে সখি, মনপ্রাণ !
উজল সে কালোশশী,
চরণে পড়িবে খসি,
বাঁশী-চূড়া, রাখি পায়
করিবে হৃদয় দান।

(ছয়)

—বৈরাগী

তোমার প্রেমের প্রদীপখানি
আমার প্রাণে জ্বালবে কবে ?
আমার হৃদয় বীণার সুরটি তুলে—
কবে গো মোর যন্ত্রী হবে ?
কবে গো মোর জীবন-পথে,
আসবে তোমার বিজয় রথে
কবে তোমার চরণ স্মরণ করি—
আমার আমি লুটিয়ে রবে ?

শান্তি গুপ্তা

(সাত)

—তুলসী

আয়লো সাজাবো তোরে কঙ্কন কেয়ূরে
মধু মাসে, বঁধু আসে, আজ প্রেম মধুপুরে !
অলকা তিলকা দিয়ে
আয় সখি দেই সাজিয়ে—
চরণে বাঁধিয়া দিলো ভ্রমর নূপুর,
শিয়রে মুকুট দিবে সে মকর চূড়ে !
অগুরু সিঞ্চনে করি কুন্তল সুরভি,
সোহাগে বাঁধিয়া দিব মঞ্জুল কবরী।
কাজল নয়নে আঁকি,
তনুতে পরাগ মাখি,
কপালে সাজায়ে দিব শোভন সিন্দুরে—
মেখলা জড়ায়ে দিব বঁধু আসে দূরে।

(আট)

—তুলসী ও অন্যান্য বন্ধুগণ

প্রজাপতির রীতি সে যে ফুলের দেশে
রচে মোহন মায়া সে যে গানেরেই রেশে।
সে মায়া মৃগ আজি, দিলরে ধরা
আজি আঁখিতে মেলে আঁখি উজল করা।
প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রাণ লুটিল হেসে,
আজি চকোরী পেল পেল ওগো চাঁদেরই সাড়া
হ'ল দোহারি লাগি দোঁহে আপন হারা।
এল বঁধুর দেশে সে যে বঁধুর বেশে।
কোন রাখাল রাজা যা'র মোহন বেণু ;
শুনে রাধার মনে ঝরে ফুলের রেণু।
প্রেম কুঞ্জ-দ্বারে, সে যে দাঁড়াল এসে,
এল মিলন তিথি, বাজে মিলন গীতি।
প্রাণ হারানো রীতি, সে যে প্রেমের নীতি।
মন গেল সে চুরি, মরি ভাল যে বেসে !

(নয়)

অজ্ঞা

ধূপের মতন দহন শিখায় জ্বলি,
দেবতা আমার গন্ধ নাহি পায়।
আকুল তৃষা কুসুম হ'য়ে জাগে—
চরণ তাহার ছোঁয়া নাহি যায়!
আমি, পলে পলে করবো নিবেদন,
আমার জীবন মরণ সকল আয়োজন।
কুল হারা মোর তৃষার আবেদন—
স্মৃতির পূজায় দুখের অসীমায়।

(দশ)

—গিরিবালা

(ওরে) যার লাগি তোর কাঁদেরে প্রাণ
সেইতো ভগবান।
মন্দিরে তুই খুঁজিস্ মিছে—
দেখনা খুঁজে প্রাণ!
এইতো আকাশ, এইতো বাতাস,
সবার মাঝেই তা'রই প্রকাশ,
সবার মাঝেই শুনিস নি কি
তারই সে আহ্বান!
সেইতো ভগবান।
(ও তুই) মাটির ঘরে বসত করে,
ভুলিস নি ভাই ধুলি,
যদি মনের মানুষ মেলে,
যাস্‌নে তারে ভুলি।
তোর দেবতা সবার মাঝে,
তোরেই খোঁজে সকাল সাঁঝে,
(ও তুই) অহঙ্কারে চিন্‌লিনে ভাই।
কর্‌লি অপমান।
(ওরে) সেই তো ভগবান।

রতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

(এগারো)

—শেষ

আমার হিয়ার মলিনতার যতই আধার যতই কালি,
দহন শিখায় জ্বালিয়ে দিলে দিলে প্রেমের প্রদীপ জ্বালি,
রবির আলো, ফুলের হাঁসি,
সবাই বাজায় তোমার বাঁশী,
তুমি শূন্য দিলে পূর্ণ করে, নেই কিছু মোর খালি!
যবে, কোলাহলে ভুবন হারায়—
(ওগো) রইব নিবিড় তোমায় আমায়
চিত্ত আমার জয়োল্লাসে জ্বালবে দেয়ালী।

কালী ফিল্মস্-এর পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

"বিদ্যাসুন্দর"—চিত্র-গীতি

এক যে ছিল রাজার কুমার এক যে ছিল রাজার মেয়ে,
ঘুমের ঘোরে প্রেম স্বপনে নয়ন মুদেই রইত চেয়ে
রাজার কুমার রাজার মেয়ে॥
কখন বেভুল মলয়-হাওয়ায় জাগ্‌ল কোকিল কবির গাওয়ায়
প্রেমিক চাঁদের চোখের চাওয়ায় চল্‌ল রূপের তরী বেয়ে
রাজার কুমার রাজার মেয়ে॥
আচম্বিতে ঝঞ্ঝা পাগল রুদ্রতালের ছন্দ তোলে,
চন্দ্র গেল অন্ধ হয়ে মন যে ফুলের গন্ধ ভোলে
প্রাণের তরী প্রাণের টানে ছুটল তবু অকূল পানে,
সরিয়ে আঁধার আলোর গানে নাচল ভালবাসায় পেয়ে
অধর সাথে মেলায় অধর রাজার কুমার রাজার মেয়ে॥

কালী ফিল্‌ম্‌সের আগামী আকর্ষণ—

প্রফুল্ল	সরলা
মণিকাঞ্চন (২য় পর্ব্ব)	দেবারু
কাল-পরিণয়	কচি সংসদ

১৬-১-এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বি, নান (পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং-এ শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ......৫,০০০

রাধা ফিল্মসের যুগান্তকারী বাংলা বাণী-চিত্র

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

শ্রেষ্ঠাংশে—প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী কাননবালা

এখনও মহাসমারোহে

কর্ণওয়ালিশে চলিতেছে

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

—সম্বন্ধে—

সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক,
শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের মতামতঃ—

TUSHAR KANTI GHOSH
EDITOR

Amrita Bazar Patrika

Calcutta AUG 13, 1935

Dear Mr. Sanyal,

As requested by you I am giving below my honest opinion about the film " Manmoyee Girls' School ".

This film has given me profound joy, because it so commendably tries to remove the stigma glued on to our screen that Bengal is unreasonably shy of producing full-length comedy dramas. It is a gay, light and wholesomely diverting comedy bristling with irresistibly amusing situations. I only wish the bed-room scene revealing the heroine in her neglige were deleted. It only serves, if I may be permitted to say so, to pander to the baser passions and seemed to me to be unwarranted here.

Of the different characterizations, all appeared to be most competent, the highest honours, however, going to "Raju", "Manasmohan" and "Niharika".

The original drama, I must say, has been faithfully dealt with by the director, and the matter of selection and rejection has been ably tackled.

Yours sincerely,

T. K. Ghosh

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বরসপুষ্ট বাণী-চিত্রখানি
আপনি দেখিয়া না থাকিলে এখনও দেখিতে পারেন।

কালী ফিল্মসের অন্যান্য চিত্রাবলী

সাবিত্রী—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, মিস্ লাইট' প্রশিশুবালা।

বিল্বমঙ্গল—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, রতীন ব্যানার্জ্জী, রাণীবালা, মায়া মুখার্জ্জি, ইন্দুবালা।

ঋণমুক্তি বা নরমেধ যজ্ঞ—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, শিশুবালা, রাধারাণী।

তরুণী—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী, ভূমেন রায়, রাধিকানন্দ মুখার্জ্জি, ললিত মিত্র, জ্যোৎস্না গুপ্তা, রাণীবালা, ডলি দত্ত।

মণিকাঞ্চন—তুলসী লাহিড়ী, প্রভাবতী।

তুলসীদাস—জহর গাঙ্গুলী, জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি, রাণীবালা, নগেন্দ্রবালা, শান্তবালা।

পাতালপুরী—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী, শিশুবালা, মায়া মুখার্জ্জি।

বিরহ—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, তুলসী লাহিড়ী, রাণীবালা, শিশুবালা, ডলি দত্ত।

পরিবেশক—**ব্রীতেন এণ্ড কোং**

৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Telephone—Cal. 1139. Telegram—FILMASERV.

ছেলে-মেয়েদের দু'খানা বই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

নতুন বই

এ বইখানি হ'চ্ছে বাংলায় "Alice in Wonderland"! ছোট ছেলে-মেয়েরা এ বইখানি হাতে পেলে আমোদে মেতে উঠবে! চমৎকার ছবি-আঁকা রং-চঙে মলাট—ভিতরেও ছবির পর ছবি! অথচ দাম মোটে আট আনা!

"বসুমতীর" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত।

শিক্ষা ও আনন্দের অপূর্ব্ব চয়ন—অসংখ্য রঙ-বেরঙের ছবিতে ভরা

তৃতীয় সংস্করণ—দাম মোটে ছ'আনা

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস্—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শিশু-দেবতার পূজায় শরতের নৈবেদ্য !

ছোটদের—
আহেরিকা

মহাপূজায়—বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-বৃন্দের

রচনার সঙ্গে

অপ্রতিম-প্রতিভাময়ী

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর

নূতন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নাটিকা

মহাদেবী

প্রকাশিত হইতেছে—'ছোটদের আহেরিকা'য় !

কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্ !—ক্রমে প্রকাশ্য।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

২২০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাসিক রেকর্ড তালিকা।

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ দাস

J. N. G. 203 { একটী ফোঁটা চোখের জল—দাদরা
দিওনা কিছু দিওনা—গজল

শ্রীযুত গৌরীপদ ভট্টাচার্য্য

J. N. G. 204 { মাধব মাধবী কুঞ্জে—কীর্ত্তন
আজ্‌কে তোমায় সাজাব—কীর্ত্তন

মিস্ দুলালী

J. N. G 205 { প্রিয়তম তব আঁখি পাতে—অরচেষ্ট্রা
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু—অরচেষ্ট্রা

প্রফেসার আলাউদ্দিন (বগুরা)

J. N. G. 206 { দো-আওরাৎ-কা ঝগড়া—কমিক
মাতওয়ালাকা ঝগড়া—কমিক

প্রফেসার এনায়েৎ খাঁ (গৌরীপুর)

J. N. G. 207 { সেতার...Solo—বেহাগ আলাপ
সেতার...Solo—বেহাগ ঝালা

আসিতেছে আগষ্ট মাসের শেষভাগে

মন্মথ রায়. প্রণীত—

"শকুন্তলা"

অমরচন্দ্র ঘোষ বি, এ, প্রণীত—

"অকাল-বোধন"

ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জ্জির—

"জোয়ার ও ভাঁটা"—কমিক

প্রতীক্ষায় থাকুন !

দি মেগাফোন কোম্পানী

৭৭।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ফোন বি, বি, ১৫৭৮।

জি
ঘোষের
না
রি
কে
ল
তৈ
ল

টাইকো সোডা ট্যাবলেট

অম্ল, অজীর্ণ, পেট ফাঁপার

ও অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদিতে

প্রদম্য ফলপ্রদ মহৌষধ।

ব্রাঞ্চ অফিস—

রংপুর, শ্রীহট্ট, বেনারস

Benares

আশ্চর্য্য - - - - আবিষ্কার।

ডাক্তার ডিগোর কনক হেয়ার অয়েল ও কনক হেয়ার লোসেন সর্ব্বপ্রকার কেশব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে টাক পড়া, চুল উঠা, অকালপক্কতা ইত্যাদি অতি অল্প সময়ে স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ডাক্তার ডিগোর আশ্চর্য্য চিকিৎসায় শত শত রোগী কেশব্যাধি হইতে আরোগ্য হইতেছে।

ঠিকানা—ডাঃ ডি, ডিগো হেয়ার ডিজিজ্ স্পেষালিষ্ট (লণ্ডন)

৪৯বি, হ্যারিসন রোড, ফোন বি, বি, ৪৩৮-৬, কলিকাতা।

—শ্যামোরেডিও—

আপনাদের রেডিওর জন্য কোন অসুবিধা আর ভোগ করিতে হইবে না, কারণ আমাদের কারখানায় প্রস্তুত তিন ভ্যালভ্ যুক্ত লাউডস্পীকার সহ মেন সেট বাড়ীতে রাখুন।

এরিয়াল ও আর্থের তার, লাইটনিং সুইচ, এমন কি এক বৎসরের লাইসেন্সেও গ্যারাণ্টি পর্য্যন্ত দিয়া থাকি। আর আমাদের লোক আপনার বাড়ীতে সমুদয় ফিট করিয়া আসিবে। মূল্য ৮৫৲ টাকা মাত্র।

আজই অনুসন্ধান করুন।

হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্, হিন্দুস্থান, কলম্বিয়া, মেগাফোন টুইন, সেনোলা ও চণ্ডী ফ্লুট হারমোনিয়াম বিক্রেতা।

ক্যালকাটা গ্রামোফোন সেলুন।

১৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন বি, বি, ৯৯৬।

প্রচারের উপরেই ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে

এবং—

ভাল ব্লক না হইলে

প্রচার-কার্য্য অসম্ভব!

আমরা লাইন, হাফটোন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্লক নিখুঁৎ ভাবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং অতি সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি

—ইহা ছাড়া—

যাবতীয় ছাপার কার্য্য এবং সুদৃশ্য ছবি ও ক্যালেণ্ডার (calender printing) মুদ্রণ কার্য্য অতি সুন্দরভাবে করিয়া থাকি।

একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

N. DEY & CO..

150 & 152-2, MANICKTOLLA ST.,

CALCUTTA.

বর্ষায় মশার উপদ্রব বাড়িয়াছে। বিখ্যাত মশা মাছি বিনাশক—

"নিস্‌কীট্‌"

স্প্রে করিয়া এই উপদ্রব নিবারণ করুন। ইহা ভারতীয় অর্থে ও সামর্থে প্রস্তুত। উপাদান সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ঐ প্রকার দ্রব্যের তুলনায় মূল্য সামান্য। অনেক দোকানে আছে।

দাস নির্ম্মাতা সম্প্রদায়--
বেলগাছিয়া।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ইস্পাতের সিন্দুক, আলমারী, ক্যাবিনেট্ এবং সকল প্রকার তালা চাবি প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠান—

দাস এণ্ড কোম্পানী

তালা সিন্দুক এবং ইস্পাত কামরা
বিশারদগণ লিমিটেড্
এজেন্সী ৬১ বেলগাছিয়া রোড,
কলিকাতা।

নিউ এক্সচেঞ্জ হাউস

৩০৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতের বৃহত্তম ফার্ণিচারের দোকান

সকল প্রকার আধুনিকতম ফার্ণিচার বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা মজুত থাকে।

প্রয়োজন হইলে অর্ডার অনুযায়ী ফার্ণিচার নিজ কারখানায় নির্দ্দিষ্ট সময় সুদক্ষ পরিচালনায় প্রস্তুত করাইয়া সরবরাহ করি।

মূল্য যথাসম্ভব সুলভ। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বিরাট-শো-রুম দর্শন করুন।

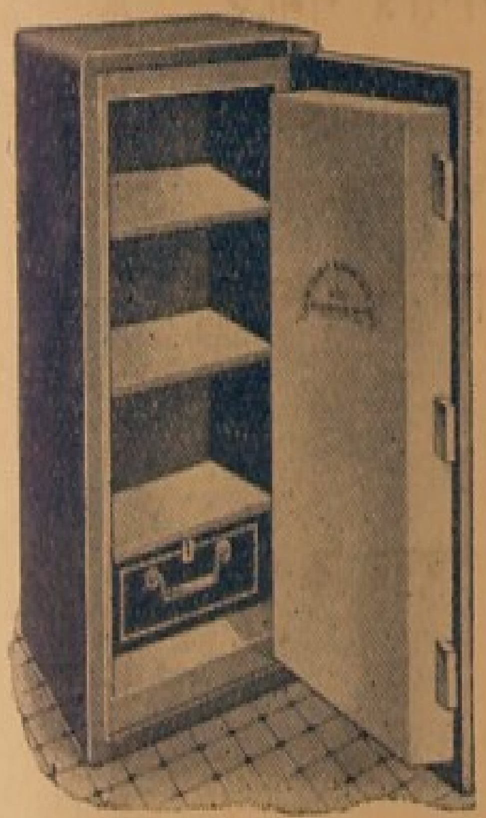

সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ সুলভ মূল্যে, আমাদের প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান কারখানায় প্রস্তুত

লোহার সিন্দুক, আলমারী ও ক্যাবিনেট,

ক্রয় করিয়া চোর, ডাকাত ও অগ্নির হাত হইতে নিশ্চিন্ত হউন।

গদাধর সাউ এণ্ড সন্স

৯৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

TO LET.

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে, বিনা বিজ্ঞাপনে, ব্যবসায় সিদ্ধিলাভ—অসম্ভব !!!

১৬-১-এ, বিডন ষ্ট্রীট

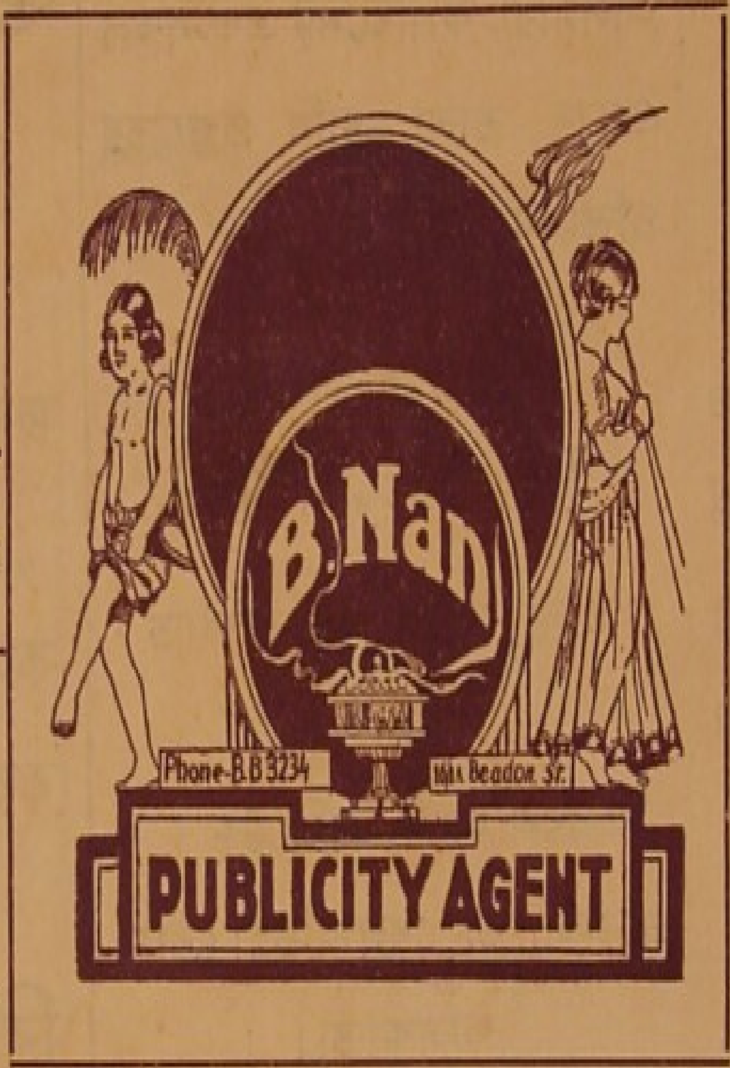

ফোনঃ বি-বি ৩২৩৪

সিনেমা স্লাইড্

সিনেমা প্রোগ্রাম

প্রাচীর-পত্র এবং কলিকাতা কর্পোরেশানের শৌচাগার সমূহে

বিজ্ঞাপন দিলে—অতি সুলভে প্রচারের উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিবে। **স্মরণ রাখিবেন**—সারা ভারতবর্ষে প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিয়মিতভাবে সিনেমা দেখিয়া থাকেন।

সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন অপেক্ষা সিনেমা শ্লাইড এবং সিনেমা প্রোগ্রামে বিজ্ঞাপন দিলে উহার প্রচার বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায়

ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে?

আপনি বিচক্ষণ ব্যবসাদার হিসাবে এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন কি ?

আমাদের এজেন্সী—

সোল এজেন্সী— (শ্লাইড ও প্রোগ্রামের)	সোল এজেন্সী— (শ্লাইড ও প্রোগ্রামের)	সাব্-এজেন্সী— (শ্লাইড ও প্রোগ্রাম)	বিবিধ—
১। রূপবাণী	৫। এলাফন্ ষ্টোন—বাঁকীপুর	১। চিত্রা	১। কলিকাতা কর্পোরেশানের ইউরিনাল সমূহ
২। ছবিঘর	৬। মান প্রকাশ—জয়পুর	২। ইটালী টকীজ	২। আসামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্র "অসম"
৩। বিচিত্রা—বর্দ্ধমান	৭। চিত্রালয়—ঢাকা	৩। পূর্ণ থিয়েটার	৩। সর্ব্বপ্রকার পোষ্টার ও Handbills.
৪। রিগ্যাল টকী—লক্ষ্ণৌ		৪। বিজলী	
		৫। আলেয়া	
		৬। নিউ সিনেমা	

ফোন—বড়বাজার ১৩২৬ টেলিগ্রাম—"GURABENAMO" কলিকাতা

সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এণ্ড কোম্পানী

সর্ব্বপ্রকার লৌহ এবং করগেট বিক্রেতা।

লোহার পাটী, বোল্ট্, গরাদে টী, এঙ্গেল, জয়েষ্ট, গাড়ীর ধুরা, করগেট টীন, মটকা, চাদর, প্লেনসীট প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যাদি সর্ব্বদা মজুত থাকে।

ডি/১২, জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

(গঙ্গার দিকে রেল লাইনের ধারে)

অন্যত্র কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের কাছে দর জানিতে অনুরোধ করি।